তৈরি আছে সব পক্ষই

অরুণ ঝা

নন্দঝার (গোয়ালপোখর), ১৫ মে ঃ আমাদের গোলাবারুদের স্টক শেষ হয়নি। অ্যাকশনে যেতে পিছপা হব না। এমনই চ্যালেঞ্জ করছে একটি গোষ্ঠী। পালটা তৈরি অপর গোষ্ঠীও। এলাকায় ফের ভোট। ফলে গোলমালের আশঙ্কা করছে সাধারণ মানুষ থেকে ওয়াকিবহাল মহল-সকলেই। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে চলছে র‍্যাফের টহলদারি।

সোমবার অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি ছিল নন্দঝারে। মঙ্গলবারেও তার রেশ ছিল। থমথমে নন্দঝার বাজার এদিন কার্যত বন্ধই ছিল। শাসক গোষ্ঠীর দুষ্কৃতীরা রাতে ব্যাপক বোমাগুলি চালিয়ে বাজারে একাধিক দোকান ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে বলে অভিযোগ। তেমনি সোমবার সন্ধ্যায় ৩৭ নম্বর বুথের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা শাসকদলের একটি গাড়ি ভাঙচুর করে ক্ষিপ্ত জনতা। এদিনও গাড়িটি ওই অবস্থাতেই উলটে পড়ে ছিল। এদিন দক্ষিণ কাঁচনা থেকেই এলাকায় চাপা উত্তেজনা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্কের ছাপ ছিল চোখে পড়ার মতো। রাস্তাঘাট ছিল কার্যত শুনসান। মাঝেমাঝেই জটলা পাকাচ্ছিলেন গ্রামবাসীরা। দক্ষিণ কাচনা পেরিয়ে কাচনা ঢুকতেই সেই একই চিত্র চোখে পড়েছে। কাচনা পার করে নন্দঝার বাজারে ঢুকতেই দেখা গেল দোকানপাট প্রায় সমস্তই বন্ধ। ৩৬ নম্বর বুথের কাছে যেতেই দেখা গেল চারিদিক শুনশন। নন্দঝার হাইস্কুলের ৩৭ নম্বর বুথের কাছে পৌঁছে বাইক দাঁড় করাতেই তিনজন সিভিক ভলান্টিয়ারের দেখা মিলল। তাঁরাই জানালেন, 'স্যারেরা সব পেট্রলিংয়ে গিয়েছেন।' কিছুক্ষণের মধ্যেই এলাকায় পৌঁছাল র‍্যাফ। শুরু হল রুট মার্চ। এলাকাবাসীদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই সাফ জানিয়ে দিলেন, কাল ভোট দেখতে এলেও ক্যামেরা বের করবেন না। আমাদের কাছে 'মালের' যথেষ্ট স্টক আছে। এবার শেষ দেখেই ছাড়ব। কিছুটা এগিয়ে দেখা মিলল আরেক গোষ্ঠীর। তাদের জবাব, দেখুন আমরাও সব রকমের চ্যালেঞ্জ নিতে রাজি আছি। ফোর্স নামালেই যদি কেউ মনে করে মাতব্বর হয়ে যাবে তাহলে তার ফল তারা ভোটের সময়ই বুঝতে পারবে। স্টক আমাদেরও কম নেই। বুধবার গোয়ালপোখরের ১০টি বুথে আবার ভোট হবে। উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসক তথা রিটার্নিং অফিসার আয়েষা রানি এ বলেন, জেলাজুড়ে সব বুথে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে।

ক্ষিপ্ত জনতা এই গাড়িতে ভাঙচুর চালায়। -সংবাদচিত্র

ভোটে আরও ১ মৃত কোচবিহারে

কোচবিহার, ১৫ মে ঃ সোমবার পঞ্চায়েত ভোটের দিন কোচবিহারে একজনের মৃত্যু হয়েছিল। মঙ্গলবার একজন মারা গেলেন। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম শুভ্র দে (৫৭)। সিতাইয়ের ৬/৪৮ নম্বর বুথে তাঁর ভোটের ডিউটি পড়েছিল। দিনহাটার গোধূলিবাজার এলাকার বাসিন্দা শুভ্রবাবু প্রশাসনিক উদাসীনতার জেরে মারা যান বলে তাঁর পরিবার অভিযোগ তুলেছে। এছাড়া গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে কোচবিহার-১ ব্লকের শুকটাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা জিন্নাতুল হকের (৩৬) ব্রেনডেথ হয়েছে বলে তাঁর পরিবার জানিয়েছে। অন্যদিকে, ভোট শেষ হয়ে গেলেও কোচবিহারে সন্ত্রাস থামার লক্ষণ নেই। দুষ্কৃতীরা মঙ্গলবার সকালে পুণ্ডিবাড়ি থানার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ২৫-৩০টি বাড়িঘরে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। কোচবিহারের চকচকা ও শীতলকুচিতে বেশকিছু বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়। বক্সিরহাটের জোড়াই-রামপুর এলাকায় বাড়ি থেকে পাঁচ মহিলাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

দিনহাটা শহরের বাসিন্দা শুভ্রবাবুর ছেলে শুভঙ্কর বলেন, 'সিতাইয়ের ৬/৪৮ নম্বর বুথে বাবার ভোটের ডিউটি পড়েছিল। ভোট শেষে তাঁরা সিতাইয়ের ডিসিআরসি-তে ভোটের সমস্ত সরঞ্জাম জমা করেন। রাতে বাড়ি ফেরার জন্য গাড়ি চাইলেও প্রশাসনের তরফে তাঁদেরকে তা দেওয়া হয়নি। বাবা অনেকটা রাস্তা হেঁটে বাড়ি ফেরেন। বাড়ি ফিরে শরীর খারাপ লাগছে বলে জানান। একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি করা হলে রাতে সেখানেই তিনি মারা যান।' অন্যদিকে, পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জিন্নাতুল শুকটাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেস নেতা আজগর আলির ভাগনে তথা তৃণমূল কর্মী ছিলেন। তিনি বাইরে কাজ করতেন। ভোট দিতে দিনকয়েক আগে তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন। জিন্নাতুলের মামাতো ভাই বাপি রহমান বলেন, 'সোমবার আমরা দুজনে ভোট দিতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ করেই তৃণমূল নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষের অনুগামীরা আগ্নেয়াস্ত্র, লাঠিসোঁটা নিয়ে আমাদের উপর হামলা চালায়। আমি কোনোমতে পালাই। জিন্নাতুল একটি বাড়িতে আশ্রয় নিলেও ওকে টেনেহিঁচড়ে বের করে বেধড়ক মারধর করা হয়।' জিন্নাতুলের মা আমিনা বিবি বলেন, 'খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘটনাস্থলে যাই। ভ্যানরিকশায় চাপিয়ে ছেলেকে কোনোভাবে বাড়িতে নিয়ে আসি। আমরা প্রথমে ওকে কোচবিহার এমজেএন হাসপাতাল পরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাই। অবস্থা আশঙ্কাজনক বলায় ওকে শিলিগুড়িতে নিয়ে গিয়ে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি করি। কিন্তু ছেলের ব্রেনডেথ হয়েছে বলে মঙ্গলবার ভোরে চিকিৎসকরা আমাদের জানান। ওর মৃতদেহ বাড়ি ফিরিয়ে আনতে আমরা গাড়ি পাঠিয়েছি।' সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোম সূত্রে খবর, জিন্নাতুলের ব্রেনডেথ হলেও এই খবর লেখা পর্যন্ত তিনি আইসিইউ-তে রয়েছেন। জিন্নাতুলের শোকাতুর স্ত্রীর প্রশ্ন, 'ছোটো ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখন কোথায় যাব?' ঘটনাটিকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কোচবিহার-১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি খোকন মিয়াঁ বলেন, 'এই ঘটনার দায় পুরোপুরি দলের জেলা নেতৃত্বের। যারা দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল করে আসছেন ভোটে তাঁদেরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে জেলা নেতৃত্ব নিজেদের ইচ্ছামতো দলের প্রতীক দিয়ে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন। এনিয়ে গণ্ডগোলের জেরেই ওই যুবকের মৃত্যু হয়। পুরো ঘটনাটি রাজ্য নেতৃত্বকে জানাব।' জিন্নাতুলের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করে রবীন্দ্রনাথবাবু বলেন, 'আমার কোনো অনুগামী নেই। সবাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী। আর স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেই প্রার্থী ঠিক করা হয়েছিল।'

মহকুমা পরিষদ নিয়ে ধীরে চলো নীতি

গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতিতে অনাস্থা আনছে তৃণমূল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ মে ঃ নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সদস্য মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় এই গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের পক্ষে সদস্যসংখ্যা দাঁড়াল ১৪। শীঘ্রই নকশালবাড়ি সহ অন্তত ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থা নিয়ে আসা হবে বলে এদিন সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি গৌতম দেব জানিয়েছেন। তবে, মহকুমা পরিষদ দখলের জন্য আপাতত মহকুমা পরিষদ নিয়ে এখন ধীরে চলো নীতি নিয়েছে। গৌতমবাবু জানিয়েছেন, মহকুমা পরিষদে আমাদের আরও একজনের সমর্থন প্রয়োজন। সেই সমর্থন পেলেই আমরা বোর্ড গঠন করব।

২০১৫ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহকুমা পরিষদের নয়টি আসনের মধ্যে ছয়টি দখল করে বোর্ড গঠন করে বামফ্রন্ট। তৃণমূল তিনটি আসন পেলেও বামেদের ভাঙিয়ে বোর্ড দখল করার চিন্তাভাবনা করলেও পঞ্চায়েত আইনের গেরোয় তা আটকে যায়। কেননা কোনো নির্বাচিত বোর্ডের বিরুদ্ধে আড়াই বছর আগে অনাস্থা নিয়ে আসা যায় না। মঙ্গলবারই সেই আড়াই বছরের মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে। ১৬ মে থেকে যে কোনো দিন তৃণমূল অনাস্থা নিয়ে আসতেই পারে। আর তাই মহকুমা পরিষদ দখলের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে তৃণমূল। ২৬ এপ্রিল সিপিএমের ছোটন কিস্কুকে দলে টেনে মহকুমা পরিষদ দখলের তৎপরতা শুরু করে তৃণমূল। গেল গেল রব ওঠে বাম শিবিরে। তৃণমূল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল, বামেদের একাধিক সদস্য তাদের দলে আসার জন্য পা বাড়িয়ে রয়েছেন। ১৫ মের পরই বোর্ড গঠন নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। মহকুমা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে তিনটি স্তরেই তৃণমূল সজলধারা প্রকল্পের দুর্নীতিতে অভিযুক্ত ঠিকাদার সুজিত ধাড়াকে সামনে রেখে বামেদের বোর্ড ভাঙাতে লক্ষ লক্ষ টাকা ঢালা শুরু করেছে বলে অভিযোগ ওঠে। এরই মাঝে ১ মে নকশালবাড়িতে সিপিএমের তিন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য গৌতম দেবের হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা নেন। এরপরই মহকুমা পরিষদ দখল আটকাতে ময়দানে নামে সিপিএম-ও। অশোক ভট্টাচার্য, জীবেশ সরকাররা গ্রামে গ্রামে গিয়ে সকলকে একত্রিত করার কাজ শুরু করেন।

বারবার সজলধারা প্রকল্পের দুর্নীতির টাকার প্রসঙ্গ সামনে আসায় বোর্ড দখল করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েও পিছু হঠতে বাধ্য হন অভিযুক্ত ঠিকাদার। তৃণমূল সূত্রেই খবর, মহকুমা পরিষদে বামেদের আরও দুই সদস্যের সঙ্গে দলের চুক্তি হয়ে গিয়েছিল। কী কী সুবিধা তাঁদের দেওয়া হবে সেসবও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎই ওই দুই সদস্য দলত্যাগ করতে অস্বীকার করেছেন। ফলে মহকুমা পরিষদ দখল নিয়ে দলকে কিছুটা হাত গুটিয়েই থাকতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএমের নির্বাচিত সদস্য উজ্জ্বল সমাদ্দার তৃণমূলে যোগ দেন। শিলিগুড়িতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন গৌতমবাবু। সেখানে তিনি বলেন, '২৬ আসনের নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে আমাদের বর্তমান সদস্যসংখ্যা দাঁড়াল ১৪। সিপিএম-১১ এবং বিজেপির একটি আসন রয়েছে। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে সহ মহকুমার ১৩-১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতে শীঘ্রই অনাস্থা নিয়ে আসা হবে। দুটি পঞ্চায়েত সমিতিতে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। খড়িবাড়ি এবং মাটিগাড়াতেও চেষ্টা চলছে।' গৌতমবাবু আরও বলেন, 'মহকুমা পরিষদে বোর্ড গঠন করতে আমাদের আরও একজনের সমর্থন প্রয়োজন। সেই সমর্থন পেলেই আমরা বোর্ড গঠন করব।'

হলদিবাড়ির একটি বুথে ফের ভোট

হলদিবাড়ি, ১৫ মে ঃ বুধবার হলদিবাড়ি ব্লকের একটি বুথে ফের ভোট নেওয়া হবে। ব্লকের উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পায়মারি মিলন সংঘ স্টেট প্ল্যান প্রাইমারি স্কুলের ২৪ নম্বর বুথে ভোট নেওয়া হবে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। জানা গিয়েছে, সোমবার এই বুথে ছাপ্পা ভোট দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে সরব হন স্থানীয়রা। ক্ষুব্ধ ভোটাররা বুথে ঢুকে পড়েন। বন্ধ হয়ে যায় ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। অবশেষে মঙ্গলবার বেলা ২টা নাগাদ বিডিও অফিসে প্রশাসনিক কর্তারা বৈঠকে বসেন। দীর্ঘসময় বৈঠকের পর ওই বুথে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয় ব্লক প্রশাসন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর্যবেক্ষক, হলদিবাড়ির বিডিও সঞ্জয় পণ্ডিত, হলদিবাড়ি থানার আইসি প্রবীণ প্রধান, হলদিবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির ডেপুটি সেক্রেটারি ত্রিলোচন বর্মন প্রমুখ। তাঁদের সিদ্ধান্ত ও নির্বাচন কমিশনের অনুমতিক্রমে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। পুনর্নির্বাচনে অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে এলাকায় মোতায়েন করা হচ্ছে বিশাল পুলিশবাহিনী।

সড়ক অবরোধ

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৫ মে ঃ স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত চা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অত্যাচার করার অভিযোগ তুলল বিজেপি সমর্থিত চা শ্রমিকরা। ঘটনাটি মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের অন্তর্গত কোচবিহার চা বাগানের। এই অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার রাত ৮টা নাগাদ বেশ কিছু শ্রমিক ফালাকাটা-কোচবিহার ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে অবরোধ শুরু করেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘোকসাডাঙ্গা থানার ওসি মহিম অধিকারীর নেতৃত্বে এক বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

আজকের দাম

পেট্রোল টাঃ ৭৭.৬৪

ডিজেল টাঃ ৬৮.৮৯

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।

-সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

কর্ণাটক নির্বাচনের ফলাফল দেখে বিজেপি কি লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে আনার চেষ্টা করবে?

SMS করুন।

আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন YES বাNO পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

এবারের ভোট কি ২০১৩-র নির্বাচনের তুলনায় বেশি হিংসাত্মক?

হ্যাঁ	না
৭৮%	২২%

দিনের কথা

শুধু বিজেপি নয়, শাসকদল ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে কোনো রাজনৈতিক দলই মনোনয়নপত্র পর্যন্ত জমা দিতে পারেনি। বিষয়টি গুরুতর। পশ্চিমবঙ্গের মতো জায়গায় এমন ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক।

-নরেন্দ্র মোদি

(দিল্লিতে দলীয় জনসভায়)

আবহাওয়া

১৫ মের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	৩৩.৩	২৬.২
শিলিগুড়ি	২৯.২	২১.৩
জলপাইগুড়ি	২৮.৮	২০.৭
কোচবিহার	২৯.১	২০.২
আলিপুরদুয়ার	২৯.০	২০.১
মালদা	৩০.৮	২৩.৯
রায়গঞ্জ	৩২.৪	২৫.৫
গ্যাংটক	১৮.১	১৩.৬

বুধবারের পূর্বাভাস ঃ আংশিক মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি হতে পারে।

শেষকথা কে বলবে, লাগাম বাজুভাইয়ের হাতে

বেঙ্গালুরু, ১৫ মে ঃ কর্ণাটকে বিধানসভা ভোটের ফলাফল ত্রিশঙ্কু হতেই কুরসি দখলে দড়ি টানাটানি শুরু হয়ে গিয়েছে বিজেপি ও কংগ্রেসের। পাশাপাশি, তাল ঠুকছে এইচডি কুমারস্বামীর জেডিএস-ও। এই মুহূর্তে সব পক্ষের দৃষ্টি রাজ্যপাল বাজুভাই বালার দিকে। প্রাক্তন এই সংঘের হাতেই ক্ষমতার চাবিকাঠি। রাজনৈতিক মহলের মতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘনিষ্ঠ বাজুভাইই এবার শেষকথা বলবেন।

মঙ্গলবার দিনের শুরুতে বিজেপি অনেকটাই এগিয়েছিল। কিন্তু বেলা বাড়তেই ব্যবধান ক্রমশ কমে আসে বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের। ২২৪টি আসনের মধ্যে ২২২টির ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর দেখা গেল বিজেপি আসন জয়ের নিরিখে এগিয়ে থাকলেও (১০৫) জাদু সংখ্যা (১১৩) ছুঁতে পারেনি। বিজেপির চেয়ে অনেক পিছিয়ে দৌড় শেষ করেছে কংগ্রেস (৭৭) এবং জেডিএস (৩৭)। এই পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে আঁচ করে গতকাল রাতেই কুমারস্বামীকে দলে টানতে তড়িঘড়ি বেঙ্গালুরু উড়ে যান প্রবীণ দুই কংগ্রেসি নেতা গুলাম নবি আজাদ এবং অশোক গেহলট। কংগ্রেস-জেডিএস জোটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁরা রাজিও করে ফেলেন কুমারস্বামীকে।

গোয়া বা মণিপুরে যেভাবে ক্ষমতার দোরগোড়া থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল কংগ্রেসকে, কর্ণাটকে যাতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেই ব্যাপারে প্রথম থেকেই সতর্ক ছিলেন রাহুল-সোনিয়ারা। এ দিন ত্রিশঙ্কু হচ্ছে বুঝে নিয়েই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবেগৌড়ার সঙ্গে কথা বলেন কংগ্রেস সভানেত্রী। আর জেডিএস তো আগের দিনই ইঙ্গিত দিয়েছিল, পরিস্থিতি তৈরি হলে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ে সরকারে যেতে তাদের কোনো আপত্তি হবে না। এ দিন বিকেলে জেডিএসকে সমর্থনের কথা জানায় কংগ্রেস। কুমারস্বামীও কংগ্রেসের সমর্থনে সরকার গঠনে রাজি হয়ে যান।

একদিকে, কংগ্রেস-জেডিএস হাত মিলিয়ে খেলা ধরতে শুরু করেছে। অন্যদিকে, সক্রিয় হয়েছে বিজেপিও। সমীকরণ বদলাতে বৈঠকে বসেন বিজেপি সভাপতি অমিত শা। এই প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন রাজ্যপাল বাজুভাই বালা। ইতিমধ্যে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে সময় চেয়ে নিয়েছেন ইয়েদুরিয়াপ্পা। পাশাপাশি, সরকার গঠনের দাবি জানিয়েছেন কুমারস্বামীও। কংগ্রেস যে তাঁকে সমর্থন করেছে, সে কথাও কুমারস্বামী চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছেন রাজ্যপালকে।

এখন কোটি টাকার প্রশ্ন, রাজ্যপাল কী করবেন? রাজ্যপালের সামনে কয়েকটি পথ খোলা রয়েছে। ট্র্যাডিশন অনুযায়ী, তিনি সরকার গঠনের জন্য প্রথমে ডাকতে পারেন একক গরিষ্ঠ দল বিজেপিকে। যদিও এই ট্র্যাডিশন গোয়া বা মণিপুরে রক্ষিত হয়নি, এটাও ঘটনা। রাজ্যপাল বিজেপিকে ... ফের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে সমর্থনের ঘাটতির কাঁটাটি রয়েই যাচ্ছে। দ্বিতীয় পছন্দ হিসেবে কংগ্রেস-জেডিএস জোটের প্রতিনিধি হিসেবে কুমারস্বামীকে ডাকতে পারেন বাজুভাই। কিন্তু যেহেতু ভোটের আগে এই দুই দলের জোট ছিল না, সেক্ষেত্রে জোটপ্রতিনিধি হিসেবে কুমারস্বামীকে না ডাকলে কিছু বলার থাকে না। ত্রিশঙ্কু ফলাফলের ক্ষেত্রে রাজ্যপালের ভূমিকা কী, তা পরিষ্কার করে কোথাও বলা নেই। তাই মর্জিমতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ থাকছে রাজ্যপালের। গুজরাটের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা মোদির অশীতিপর বড়োভাই শেষমেশ কী আঁক কষেন, সেটাই দেখার।

'চুপ থাকুন, মুখ বন্ধ রাখুন'

বেলাকোবা ও রাজগঞ্জ, ১৫ মে ঃ জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের অধীনে শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঁতুলতলা প্রাইমারি স্কুলের যে বুথে সোমবার ব্যালট বাক্সে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল সেই বুথে বুধবার ফের ভোট হবে। সোমবার এই বুথে যেসব ঘটনা ঘটেছে তারপর আর ভোট দিতে যাওয়ার সাহস দেখাতে পারছেন না ভোটাররা। ভোটারদের আশঙ্কা, ফের ভোটের সময়েও হাঙ্গামা হতেই পারে। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা পুলিশের নিরাপত্তা চেয়েছেন। তবে বুথের নিরাপত্তায় স্থানীয় পুলিশের ওপর ভরসা করছেন না তাঁরা। এই বুথে ভোটারের সংখ্যা আটশোর কিছু বেশি। মঙ্গলবার এলাকা কার্যত শুনসানই ছিল। তবে প্রায় কোথাও পুলিশের দেখা মেলেনি। স্থানীয় বহু বাসিন্দা অভিযোগ করলেন, তাঁদের ভোটকেন্দ্রেই ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তাঁদের হুমকি দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে আবার জোট বেঁধে তাঁরা ভোট দিতে গিয়েছিলেন। সেই সময় ওই দুষ্কৃতীরাই তির, ধনুক, লাঠি নিয়ে তাঁদের ওপর হামলা করে। তাদের হাতে বন্দুকও ছিল, জানিয়েছেন গ্রামবাসী।

যে স্কুলে গণ্ডগোল হয়েছিল সেখানে গিয়ে দেখা গেল বারান্দায় কিছু লোকের জটলা। সোমবারের ঘটনার কথা জানতে চাইলেই ভিড়টা পাতলা হয়ে গেল। উপস্থিত সকলের চোখেমুখেই ভয়, আতঙ্কের ছাপ। কথা বিশেষ হলই না কারণ তাদের ওপর পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে- চুপচাপ থাকুন, মুখ বন্ধ রাখুন। নিরাপত্তার কারণে গুজরিমারি গ্রামের এসএসকে-তে ভোট নেওয়ার দাবি তুলেছেন গ্রামের ভোটাররা।

সোমবার সন্ধ্যায় ব্রহ্মভলপাড়ায় ২৫৭ নম্বর বুথ দখল করে ব্যালট পেপার ছিনতাই হয়। আশ্চর্যজনক এই কাজে অভিযুক্ত বন বিভাগের বেলাকোবা রেঞ্জের অফিসার। 'দখল' হয়ে যাওয়া বুথের পাশে দাঁড়িয়ে কয়েকজন স্থানীয় মহিলা জানালেন, ভোট দিতে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ জনা পনেরো লোক এল হাতে বন্দুক, দা। আচমকা বিকট একটা আওয়াজ হল। আমরা সকলে মিলে ছুটে পালাতে যাই। অনেকেই মাঠে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। একজন গতকাল খোয়া যাওয়া হওয়াই চটি আজ খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু ওই বনকর্তা হঠাৎ কেন বুথ দখলে নেতৃত্ব দিলেন সেই উত্তরটা কেউ এখনও খুঁজে পায়নি। কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঞ্চনসিড়ি গ্রামের যে বুথে সোমবার রক্ত ঝরেছে, এদিন শাসক-বিরোধী নয়, সেমসাইড গোল হওয়ার জন্যই এখানে রক্তপাত হয়েছে, বললেন স্থানীয় বাসিন্দারাই। সাংবাদিক দেখে জনাকয়েক স্থানীয় মানুষ এগিয়ে এলেন। সামান্য কিছু কথা হল বটে কিন্তু ফেরার সময় শুনতে হল 'আপনি কিছুই দেখেননি, কিছুই শোনেননি। এটা যেন মনে থাকে।'

নাবালিকা ধর্ষণ কাণ্ডে তদন্তের নির্দেশ এডিএম-এর

শিলিগুড়ি, ১৫ মে ঃ খড়িবাড়িতে নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগের তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট। সোমবারই খড়িবাড়ির বিডিও-কে একটি চিঠি দিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে বিডিও-র কাছে এই সংক্রান্ত চিঠি এসে পৌঁছেছে। চলতি বছরের ৩০ মার্চ নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা খড়িবাড়ি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দা অর্জুন সরকার খড়িবাড়ি এলাকায় বাড়ি বাড়ি হলুদ ফেরি করত। ওই নাবালিকার বাড়িতেও হলুদ ফেরি করত সে। অভিযোগ, একদিন বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে নাবালিকার বাড়িতে ঢুকে তাকে ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করে। এরপর থেকে প্রায়ই ভয় দেখিয়ে নাবালিকাকে ধর্ষণ করত সে। এরপরেই মার্চ মাসের ২৯ তারিখ হঠাৎই বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় নাবালিকা। অভিযোগ, নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে একটি বাড়িতে রেখে ধর্ষণ করে অভিযুক্ত। এরপর নাবালিকাকে সেখানে ফেলে রেখে সে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি জানাজানি হতেই নাবালিকাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে তার পরিবার। এই ঘটনার পরই খড়িবাড়ি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সহায়তায় জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিটের কাছে অভিযোগ জানায় নাবালিকার পরিবার। এরপরেই বিষয়টি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন শিশু সুরক্ষা আধিকারিক। শীঘ্রই তদন্ত রিপোর্ট জমা করতে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সম্পাদক অমিত সরকার বলেন, 'পুলিশের পাশাপাশি জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিকের কাছেও অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

বাসস্ট্যান্ড নেই, সমস্যা ফালাকাটায়

ফালাকাটা, ১৫ মে ঃ ডুয়ার্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ হল ফালাকাটা। ফালাকাটা হয়েই প্রতিদিন আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, শিলিগুড়ি, মাদারিহাট, মাথাভাঙ্গা ইত্যাদি জায়গায় যাতায়াত করেন প্রচুর মানুষ। কিন্তু ফালাকাটায় কোনো বাসস্ট্যান্ড নেই। ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দাঁড়িয়েই চলে বিভিন্ন বাসে যাত্রী ওঠানো-নামানোর কাজ। ফালাকাটায় এনবিএসটিসির বাসস্ট্যান্ড থাকলেও সেখানে শুধু সরকারি বাসগুলিই দাঁড়াতে পারে। তবে বেসরকারি বাসের দাঁড়ানোর জন্য কোনো স্ট্যান্ড গড়ে ওঠেনি ফালাকাটায়। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর ফালাকাটার বাসিন্দারা ভেবেছিলেন হয়তো বাসস্ট্যান্ডের সমস্যা মিটবে। কিন্তু তা হয়নি। এদিকে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে যাত্রী ওঠানো-নামানোর জন্য যানজট লেগেই থাকে। এতে সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রীরা। এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা শান্তিরঞ্জন গোপ বলেন, 'ফালাকাটায় বাসস্ট্যান্ড নির্মাণ জরুরি। দিনদিন যানজট সমস্যা বাড়ছে। রাস্তা পারাপার করা মুশকিল হয়ে পড়ছে।' এদিকে, ফালাকাটায় বাসস্ট্যান্ড নির্মাণের বিষয়ে অনেকেই ধূপগুড়ি মডেল অনুসরণ করার কথা বলেছেন। ধূপগুড়িতে যাত্রীদের সহায়তার জন্য পুরসভার সহায়তায় মিউনিসিপ্যাল বাসস্ট্যান্ড গড়ে তোলা হয়েছে। বাসিন্দাদের বক্তব্য, ফালাকাটাতেও সেইরকম বাসস্ট্যান্ড গড়ে তোলা হোক।

বাড়তি টাকা গুনতে হচ্ছে

প্রথম পাতার পর

ক্ষেত্রে 'কাউন্টার সিগনেচার' বা ছয় মাসের জন্য পারমিট দেবে জেলা পরিবহণ দপ্তরের পরিবর্তে স্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটি। কিন্তু নিয়মের বদল ঘটলেও এখনও নোটিফিকেশন বা বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি। ফলে কোনো জায়গা থেকেই কাউন্টার সিগনেচার মিলছে না। তার জেরে ছয় মাসের পারমিটের (আগে পাওয়া) মেয়াদ যে গাড়িগুলির শেষ হয়ে গিয়েছে, সেই গাড়িগুলি বসে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে এক হাজারের বেশি গাড়ি বসে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন দার্জিলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্রাভেল এজেন্সির সম্পাদক প্রদীপ লামা। তাঁর বক্তব্য, 'বিষয়টি একাধিকবার প্রশাসনিক কর্তাদের জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি। তারই মাশুল গুনতে হচ্ছে পর্যটকদের।' এদিকে, পারমিটের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া কিছু গাড়ি চলছে। ওই গাড়িগুলিই দ্বিগুণ ভাড়া নিচ্ছে। এমনই এক গাড়ির চালক জানান, ধরা পড়লে পুলিশকে প্রচুর টাকা দিতে হয়। তাই তাঁদের কাছে অন্য রাস্তা নেই। পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'পর্যটকদের হয়রানি রুখতে প্রশাসনকে উদ্যোগ নিতে হবে।' পর্যটন দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টর সম্রাট চক্রবর্তী জানান, সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে কয়েকদিনের মধ্যেই বৈঠকে বসবেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, পাহাড়ে এখন পর্যটকদের ঢল নেমেছে।

ধৃতদের পুলিশ হেপাজত

নকশালবাড়ি, ১৫ মে ঃ নকশালবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকার এটিএমে উপভোক্তাদের সঙ্গে জালিয়াতি করে টাকা গায়েবের অভিযোগে ধৃত সুনীল সিং ওরফে রাহুল (২৬) এবং দমন ওরফে মদন কামি (৩৫)-কে শিলিগুড়ি আদালত থেকে সোমবার ৭ দিনের জন্য হেপাজতে নিয়েছে নকশালবাড়ি পুলিশ। অভিযুক্ত দুজনেরই বাড়ি হরিয়ানায়। এরা মাটিগাড়া থানা এলাকার একটি হোটেলে থাকত। নকশালবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় এটিএম থেকে গ্রাহকদের টাকা গায়েব করত। প্রথমে মাটিগাড়া থানার পুলিশ এদের গ্রেফতার করে। তাদের হেপাজত থেকে ৫৯টি এটিএমকার্ড উদ্ধার করে পুলিশ। এর মধ্যে নকশালবাড়ির প্রতারিত কয়েকজনের এটিএমকার্ড পাওয়া যায়। নকশালবাড়ি থানার ওসি তপন পাল জানান, ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

ক্ষোভ মোদির

প্রথম পাতার পর

যেখানে নিহত হলেন এতগুলো মানুষ, সেখানে আর যাই হোক গণতন্ত্রের অস্তিত্ব নেই বলে জানান মোদি। এদিন একই সঙ্গে কর্ণাটকের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন মোদি। তিনি বলেন, এই নির্বাচনে জয় তাঁর উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। তাঁর ভাষাগত সমস্যা থাকলেও কর্ণাটকের মানুষের ভালোবাসায় তিনি মুগ্ধ। কর্ণাটক জয়ের কৃতিত্ব তিনি অমিত শা-কে দিয়ে বলেন, তাঁর সাংগঠনিক কুশলতার ফলেই কর্ণাটক জয় করল বিজেপি। অমিত শা বলেন, আগামী লোকসভা নির্বাচনে এক নতুন ভারত গড়তে চলেছে বিজেপি।

ঘোড়া কেনাবেচা

প্রথম পাতার পর

কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা বীরাপ্পা মইলি বলেন, কর্ণাটকে জাতপাতের অঙ্ক কষতে ভুল করেছে কংগ্রেস। ভোটের আগে লিঙ্গায়েত ইশ্যু তোলা উচিতই হয়নি। বিজেপি চেয়েছিল ১৫০টি আসন জিততে। ধারেকাছেও পৌঁছোতে পারেনি তারা। ইয়েদুরিয়াপ্পার মজবুত 'লিঙ্গায়েত ভোট ব্যাংক'ও স্বপ্ন সফল করতে পারেনি অমিত শা'দের। সেক্ষেত্রে গেরুয়া ব্রিগেডকেও সফল বলা যাচ্ছে না। রাতের খবর, কংগ্রেস-জেডিএস জোট সরকার গড়ার সুযোগ পেলে মুখ্যমন্ত্রী হবেন কুমারস্বামী। তিনি পূর্ণ মেয়াদ পর্যন্তই থাকবেন। উপমুখ্যমন্ত্রী করা হতে পারে কংগ্রেসের কোনো দলিত নেতাকে। দেবেগৌড়া এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে বলেন, বিজেপির রাস্তা বন্ধ করতে কংগ্রেসের সঙ্গে থাকাই একমাত্র রাস্তা। সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যপালের কাছে যৌথভাবে সরকার গঠনের দাবি পেশের কথা জানিয়ে দেন কংগ্রেস-জেডিএস নেতারা। অন্য দিকে, বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ইয়েদুরিয়াপ্পা ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন, সরকার গঠনের দাবি থেকে তাঁরা সরছেন না। জনগণ কংগ্রেসকে ত্যাগ করেছে। কংগ্রেসের উচিত ক্ষমতার দিকে হাত না বাড়ানো।

ব্যাপক ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ বিরোধীদের

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী গৌতম

শিলিগুড়ি, ১৫ মে ঃ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েতের সিংহভাগ আসন ছাড়াও পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলাপরিষদের আসনেও তৃণমূলই জিতবে বলে আশাবাদী গৌতম দেব। মঙ্গলবার মন্ত্রী বলেছেন, 'বিরোধীরা থাকলে ভালো হত। কিন্তু এই বিধানসভার চারটি পঞ্চায়েত এলাকায় বিরোধীদের দেখাই যায়নি।' অন্যদিকে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে ব্যাপক ছাপ্পা ভোট দেওয়ার অভিযোগ তুললেও জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বিজেপি এবং সিপিএম-ও। সোমবার সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বেশকিছু বুথে ভোট হয়েছে। সরকারি সূত্রে খবর, ডাবগ্রাম-১-এ ৭৯ শতাংশ, ডাবগ্রাম-২-এ ৮৫ শতাংশ, ফুলবাড়ি-১-এ ৯০ শতাংশ এবং ফুলবাড়ি-২-এ ৯২ শতাংশের কিছু বেশি ভোট পড়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, তৃণমূল ঘণ্টার পর ঘণ্টা বুথ জ্যাম করে ছাপ্পা ভোট দিয়েছে। কিন্তু এরপরেও তাঁরা জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বলে সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দিলীপ সিং জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ডাবগ্রাম-১ এবং ২ আমাদের দখলে আসবে। পঞ্চায়েত সমিতিতেও আমরা বেশকিছু আসন পাব। জেলাপরিষদে আমাদের প্রার্থী জানকী রায় জিতবেন।' বিজেপির দার্জিলিং জেলা সহসভাপতি তুফান সাহা বলেন, 'তৃণমূল চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতেই ব্যাপক ছাপ্পা ভোট দিয়েছে। পুলিশকে সামনে রেখে বহিরাগতদের ঢুকিয়ে বুথ জ্যাম করেছে তৃণমূল। কিন্তু তারপরেও আমরা বেশকিছু আসনে জিতব। জেলাপরিষদের আসনে আমাদের প্রার্থী অলোক সেন কয়েক হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতবেন।' কিন্তু বিরোধীদের কোনো আসনই ছাড়তে নারাজ তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি তথা ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক মন্ত্রী গৌতম দেব।

মঙ্গলবার মন্ত্রী বলেন, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির জেলাপরিষদ আসনে আমরা সাড়ে তিন হাজার ভোটে হেরেছিলাম। কিন্তু বিধানসভা ভোটে আবার ১৮ হাজার ভোটে জিতেছি। চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতির ১১টি আসনের প্রত্যেকটিই এবং জেলাপরিষদ আসনটিও দখলে আসবে বলে আশাবাদী গৌতমবাবু। জেলাপরিষদে দেবাশিস প্রামাণিক অন্তত ২০ হাজার ভোটে জিতবেন বলেও গৌতমবাবু মন্তব্য করেছেন।

ভোটে সন্ত্রাসের অভিযোগ নেই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে

শিলিগুড়ি, ১৫ মে ঃ রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোটে সন্ত্রাসের ছবি দেখে আতঙ্কে সোমবার গোটা দিন কাটিয়েছেন সাধারণ মানুষ। সেখানে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় ভোট হল উৎসবের মেজাজে। কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনা ঘটলেও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে কিন্তু রক্ত ঝরেনি। তবে বেশ কিছু বুথ থেকে মিলেছে বুথ জ্যাম করে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার অভিযোগ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভোট-সন্ত্রাস বলতে যা বোঝায় তার ছিটেফোঁটাও সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত দেখা যায়নি ডাবগ্রাম-১ এবং ২, ফুলবাড়ি-১ এবং ২ পঞ্চায়েত এলাকায়।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় অনেক বুথেই সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত ভোট নিতে হয়েছে ভোটকর্মীদের। দুই-এক জায়গায় লাইনে দাঁড়ানো, বুথ জ্যাম করা নিয়ে সাময়িক গণ্ডগোল হলেও তা বেশিদূর গড়ায়নি। এমনও না যে প্রতিটি বুথে পর্যাপ্ত পুলিশকর্মী ছিলেন। বলতে গেলে অধিকাংশ বুথে পুলিশকর্মীর অবর্তমানেই ভোট হয়েছে সোমবার। অনেক জায়গায় দেখা গিয়েছে বুথে একজন পুলিশকর্মীর ডিউটি থাকলেও তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন বুথের বাইরে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির কোনো বুথ থেকে সন্ত্রাসের খবর পাওয়া যায়নি। যদিও ১৯/৪১ পার্টে বিজেপি প্রার্থী শিখা চ্যাটার্জির অভিযোগ ছিল, শান্তিনগর বউবাজারের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুথে সন্ধ্যার পর যথেচ্ছভাবে ছাপ্পা ভোট দিয়েছে শাসকদল। কিন্তু তা ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এদিকে, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবে ভোটদানপর্ব সম্পন্ন হওয়ায় খুশি এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সবসময় বলেছেন, আমরা চাই মানুষের আস্থা অর্জন করতে। বিরোধীদের আমরা সম্মান করি। তারা কোনো কাজের জন্য এলে তাদের কাজ আগে করে দেওয়া হয়। তাহলে সেই মানুষটিও উপলব্ধি করতে পারেন যে তিনি বিচার পাচ্ছেন।' গৌতমবাবু বলেন, 'গণনা পর্যন্ত আমরা এইভাবেই শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখব। কারণ, গণনা শেষ হয়ে গেলেই তো আবার সকালবিকেল সবার সঙ্গে দেখা হবে, কথা হবে, তিনি যে রাজনৈতিক দলের সদস্যই হন না কেন। ওই এলাকার জনপ্রতিনিধি আমি। তাই প্রত্যেককে সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্বও আমার।'

সরকারি কর্মীদের পেনশনে 'আধার' বাধ্যতামূলক নয়

নয়াদিল্লি, ১৫ মে ঃ আধার কার্ড না থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা পেনশন তুলতে পারবেন। অর্থাৎ পেনশনের জন্য আধার বাধ্যতামূলক নয়। মঙ্গলবার স্ট্যান্ডিং কমিটি অফ ভলেন্টারি এজেন্সির ৩০তম বৈঠকে এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় কর্মীবর্গ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। তাঁর কথায়, 'সরকারি কর্মচারীদের পেনশন তোলার জন্য কখনো আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করা হয়নি। তবে আধার থাকলে পেনশনভোগীরা ব্যাংকে না গিয়েও প্রযুক্তির মাধ্যমে লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে পারবেন। এটি একটি বিশেষ সুবিধা।' সাম্প্রতিককালে পেনশনভোগীদের জন্য কেন্দ্র বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে জানিয়ে জিতেন্দ্র সিং বলেন, 'ন্যূনতম পেনশন বাড়িয়ে ৯ হাজার টাকা করা হয়েছে। গ্র্যাচুইটির ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। এমনকি স্থায়ী ভাতার পরিমাণও বাড়িয়ে প্রতিমাসে ১ হাজার টাকা করা হয়েছে।'

প্রসঙ্গত, বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের পেনশনভোগীর সংখ্যা ৬১ লক্ষ ১৭ হাজার। এদের মধ্যে অনেকেরই ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার সংযুক্তি না হওয়ায় পেনশন পেতে সমস্যা হচ্ছিল। এই নিয়ে অনেক অভিযোগও উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে পেনশনভোগীদের আধার নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ।